"শতবর্ষে জাতির পিতা, সুবর্ণে স্বাধীনতা
অভিবাসনে আনবো মর্যাদা ও নৈতিকতা।"

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
প্রবাসী কল্যাণ ভবন
৭১-৭২ পুরাতন এলিফ্যান্ট রোড, ইস্কাটন গার্ডেন, রমনা, ঢাকা-১০০০
প্রশাসন শাখা
www.probashi.gov.bd

জাতীয়ভাবে 'প্রবাসী দিবস' উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট অংশীজন সমন্বয়ে আন্ত:মন্ত্রণালয় সভার কার্যবিবরণী:

সভাপতি :		ড. আহমেদ মুনিরুছ সালেহীন সচিব প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।
স্থান	:	মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ।
তারিখ	:	২০ জানুয়ারি ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ।
সময়	:	বেলা ১১.০০ ঘটিকা।

০২। সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের হাজিরা পরিশিষ্ট 'ক'।

০৩। সভার প্রারম্ভে সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করা হয়। সভাকে জানানো হয় যে, বাংলাদেশের বিকাশমান অর্থনীতিতে প্রবাসীদের ভূমিকা অপরিসীম। প্রতিবছর বৈদেশিক কর্মসংস্থানের মাধ্যমে প্রবাসীদের প্রেরিত রেমিট্যান্স দেশের সার্বিক অগ্রগতিতে সরাসরি ভূমিকা রেখে চলছে। বর্তমানে অভিবাসী প্রেরণের তালিকায় বাংলাদেশ বিশ্বে ষষ্ঠ এবং রেমিট্যান্স প্রাপ্তির তালিকায় বাংলাদেশ বিশ্বে অষ্টম। প্রতিবছর বাংলাদেশের শ্রমবাজারে প্রায় ২০ লক্ষ যুবশক্তি প্রবেশ করে। এর মধ্যে প্রায় ৭-৮ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান হয় বিদেশের মাটিতে যা প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে হয়ে থাকে। বর্তমানে বিশ্বের প্রায় ১৭০টি দেশে বাংলাদেশের প্রায় ১ কোটি ২০ লক্ষ কর্মীর কর্মসংস্থান হয়েছে।

বিপুল সংখ্যক কর্মীদের যথাযথ সম্মান প্রদানের জন্য বাংলাদেশে ২০০০ সাল থেকে ১৮ ডিসেম্বর 'আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস' হিসেবে উদ্‌যাপন করা হলেও প্রবাসীদের জন্য জাতীয়ভাবে কোন দিবস পালন করা হয় না। তাই তাদের অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ 'আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস' এর পাশাপাশি ৩০ ডিসেম্বর জাতীয়ভাবে 'প্রবাসী দিবস' পালন করার জন্য মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী সম্প্রতি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বরাবর একটি আধাসরকারি পত্র প্রেরণ করেন। উক্ত পত্রের বিষয়ে বিধি মোতাবেক প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় হতে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়। সভায় আরো উল্লেখ করা হয় যে, যেকোন জাতীয় দিবস উদ্‌যাপনের প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে অদ্যকার এই সভা আয়োজন করা হয়েছে। অত:পর সকলকে সুচিন্তিত মতামত প্রদানের জন্য আহবান জানানো হয়। সভাপতির নির্দেশে এ মন্ত্রণালয়ের উপসচিব (প্রশাসন) জাতীয়ভাবে 'প্রবাসী দিবস' আয়োজনের পটভূমি তুলে ধরেন। তিনি সভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় বরাবর প্রেরিত মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রীর আধাসরকারি পত্র বিস্তারিত পড়ে শোনান। উক্ত পত্রে বলা হয়েছে যে, বিদেশ থেকে পাঠানো প্রবাসীদের রেমিট্যান্স বাংলাদেশের অর্থনীতির অন্যতম চালিকাশক্তি। বিভিন্ন কারণে প্রবাসীরা ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে সাধারণত বাংলাদেশ ভ্রমণ করে থাকেন।

(চলমান পাতা-২)

২০১৫ সাল থেকে বেসরকারিভাবে বিভিন্ন দেশে এবং এমনকি বাংলাদেশেও ৩০ ডিসেম্বরকে 'প্রবাসী দিবস' হিসেবে উদ্‌যাপন করা হচ্ছে। যেমন- ভারতবর্ষে প্রতিবছর ৯ই জানুয়ারি "NRI Day (Non-Resident Indian Day)" পালিত হচ্ছে। এ জন্য বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও প্রবাসীদের সম্মানিত করার জন্য মুজিব বর্ষের উপহার হিসেবে ৩০ ডিসেম্বরকে প্রবাসী দিবস হিসেবে উদ্‌যাপনের জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে।

সভায় এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। এ সময় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ, উইং প্রধানগণ, বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্টারন্যাশনাল রিক্রুটিং এজেন্সি (বায়রা), আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও), আন্তর্জাতিক অভিবাসী সংস্থা (আইওএম), বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থার প্রতিনিধিসহ উপস্থিত কর্মকর্তাগণ আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।

সভায় আরো আলোচনা হয় যে, আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবসটি বিশ্বব্যাপী পালিত হলেও তা সকল প্রকার অভিবাসী কেন্দ্রিক। এখানে রিফিউজি, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিবাসী, উন্নত জীবন-মান অর্জন প্রত্যাশী এবং শ্রম অভিবাসী সকলকেই কেন্দ্র করে উক্ত দিবসের কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়। অথচ প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অভিবাসন ভাবনায় থাকে মূলত শ্রম অভিবাসন। তাই শুধুমাত্র শ্রম অভিবাসনকে কেন্দ্র করে একটি পৃথক জাতীয় দিবস থাকা যুক্তিযুক্ত হবে। অন্যদিকে, আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস মন্ত্রিপরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত 'গ' তালিকাভুক্ত একটি দিবস। তালিকার ক্যাটাগরি বিবেচনায় দিবসটি অপেক্ষোকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ের অথচ বাংলাদেশের অগ্রগতিতে প্রবাসীদের অবদান অপরিসীম। তাই বাংলাদেশে প্রবাসীদের জন্য "খ" শ্রেণীর একটি পৃথক জাতীয় দিবস আয়োজনের প্রয়োজন রয়েছে মর্মে সবাই মতামত ব্যক্ত করেন এবং তদনুযায়ী মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রীর প্রস্তাবের সাথে উপস্থিত অংশীজনগণ একমত পোষণ করেন।

০৪। **সভায় বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়:**

৪.ক) প্রতিবছর ৩০ ডিসেম্বর জাতীয়ভাবে 'প্রবাসী দিবস' পালন করা যেতে পারে। এ দিবসের নাম হবে "জাতীয় প্রবাসী দিবস (**National Expatriates' Day**)"

৪.খ) জাতীয় প্রবাসী দিবস "খ" ক্যাটাগরির দিবসের তালিকাভুক্ত করার জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগকে অনুরোধ জানানো হবে। এই পরিপ্রেক্ষিতে, 'গ' ক্যাটাগরিভুক্ত আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস (১৮ ডিসেম্বর) সীমিত কলেবরে পালিত হতে পারে।

০৫। সকল সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অংশীজনের প্রতিনিধিরা সভায় গঠনমূলক মতামত প্রদান করায় তাঁদের কৃতজ্ঞতা জানানো হয়। অত:পর উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

স্বাক্ষরিত/-
২৫.০১.২০২২
ড. আহমেদ মুনিরুছ সালেহীন
সচিব

(চলামান পাতা-৩)

নং-৪৯.০০.০০০০.০১৫.৩৩.০৪৪.২০২১.৭৯ তারিখ: ২৭ জানুয়ারি ২০২২ খ্রি:

সদয় জ্ঞাতার্থে/কার্যার্থে প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

০১। সিনিয়র সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০২। পররাষ্ট্র সচিব (সিনিয়র সচিব), পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
০৩। সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৪। সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, শেরে-বাংলা-নগর, ঢাকা।
০৫। সচিব, সুরক্ষা ও সেবা বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৬। সচিব, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৭। সচিব, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৮। সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৯। সচিব, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১০। সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১১। অতিরিক্ত সচিব (সকল), প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।
১২। মহাপরিচালক, ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড।
১৩। মহাপরিচালক, জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো।
১৪। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বোয়েসেল।
১৫। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক।
১৬। যুগ্মসচিব (সকল), প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।
১৭। সিস্টেম এনালিস্ট, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় **(ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।**
১৮। প্রশাসক, বায়রা, ১৩০ নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা।
১৯। কান্ট্রি ডিরেক্টর, আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও), ব্লক-এফ, প্লট-১৭/বিএন্ডসি, আগারগাঁও, ঢাকা।
২০। অফিসার ইন চার্জ, আওএম, হাউজ #১৩এ, রোড# ১৩৬, গুলশান-১, ঢাকা-১২১২, বাংলাদেশ।
২১। ন্যাশনাল প্রোগ্রাম ম্যানেজার, ইউএন-উইমেন, বাড়ী #০৩, রোড#১১২, গুলশান-২, ঢাকা ।
২২। কান্ট্রি কো-অর্ডিনেটর, আইসিএমপিডি, বাড়ী # ১৯২/বি (২য় তলা), সড়ক # ১, মহাখালী ডিওএইচএস, ঢাকা।
২৩। চেয়ারম্যান, অভিবাসী কর্মী উন্নয়ন প্রোগ্রাম (ওকাপ), ৪৬৬, নয়াপাড়া, দনিয়া পোস্ট অফিস রোড, যাত্রাবাড়ী ঢাকা-১২৩৬।
২৪। নির্বাহী পরিচালক, রিফিউজি এন্ড মাইগ্রেটরী মুভমেন্টস্ রিসার্চ ইউনিট (রামরু), ৩/৩ই, বিজয় নগর, ঢাকা।
২৫। পরিচালক, ওয়ারবি ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (ওয়ারবি), বাড়ী# ১৫৫ বি (৪র্থ তলা), রোড #২২ ডিওএইচএস, মহাখালী, ঢাকা-১২০৬।
২৬। প্রোগ্রাম্স ম্যানেজার, উইনরক ইন্টারন্যাশনাল, বাড়ী#৭, রোড# ২৩/বি, গুলশান-১, ঢাকা-১২১২।
২৭। প্রোগ্রাম হেড, মাইগ্রেশন প্রোগ্রাম, ব্র্যাক সেন্টার (১২ তলা), ৭৫ মহাখালী, ঢাকা।

27.01.2022

মোঃ আমিনুর রহমান
উপসচিব
ফোন: ৪১০৩০২৬১
E-mail: dsadmin@probashi.gov.bd

অনুলিপিঃ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

১। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় **(মাননীয় মন্ত্রীর সদয় জ্ঞাতার্থে)।**
২। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় **(সচিব মহোদয়ের সদয় জ্ঞাতার্থে)।**
৩। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় **(অতিরিক্ত সচিব মহোদয়ের সদয় জ্ঞাতার্থে)।**
৪। অফিস কপি।